প্রথম আলো
24 JUL 2008

বন্ধ তিন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চলছে আদালতের রায়ে

শরিফুজ্জামান পিন্টু

উচ্চশিক্ষার মান বজায় রাখতে ব্যর্থতার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকার পাঁচটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ বাতিল করেছিল। কিন্তু একে একে তিনটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আদালতের রায় নিয়ে স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু করেছে। রাষ্ট্রপতি ও আচার্য বাকি দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আপিল নাকচ করায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ওই দুটি প্রতিষ্ঠানকে নতুনভাবে এবং নতুন নামে আবেদনের পরামর্শ দিয়েছে।

রিট খারিজ হলে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের কী হবে?

২০০৭ সালের ৭ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয় পাঁচটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক সনদ বাতিল করে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) নেতৃত্বাধীন শক্তিশালী কমিটির তদন্ত, একজন বিচারপতির নেতৃত্বে দ্বিতীয় দফা পর্যালোচনা ও তদন্তসহ আনুষঙ্গিক সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ওই সিদ্ধান্ত গণবিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করে সরকার।

এর আগে ২০০৩ সালের ১৫ জুলাই ইউজিসি চেয়ারম্যানকে আহ্বায়ক করে গঠিত নয় সদস্যের কমিটি আটটি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সুপারিশ করেছিল। পরে একজন সাবেক বিচারপতিকে এ আটটি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তদন্ত করে সুপারিশসংবলিত প্রতিবেদন পেশ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিচারক বিজিসি ট্রাস্ট এবং সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি ছাড়া বাকি ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ বাতিলের সুপারিশ করেন। পরে ছাড় পায় গ্রিন ইউনিভার্সিটি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাকি পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক, অবকাঠামো এবং শিক্ষার মানসংক্রান্ত সারসংক্ষেপে মত দেয়, শিক্ষার মান রক্ষায় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ২০০৭ সালের ৭ জানুয়ারি মন্ত্রণালয়ের গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের নীতিমালা ভঙ্গ করায় এবং শিক্ষার মান বজায় রাখতে ব্যর্থতার জন্য পাঁচটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক সনদ বাতিল করা হলো। এগুলো হচ্ছে: সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি—আম্বান, কুইন্স ইউনিভার্সিটি, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বগুড়ার পুণ্ড্র ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি।

পথপ্রদর্শক সেন্ট্রাল উইমেন্স, এরপর আম্বান: আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চালানোর পথপ্রদর্শক সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি। প্রথমে অস্থায়ী স্থগিতাদেশ এবং তারপর রিট আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার অনুমতি পায় ওই বিশ্ববিদ্যালয়। এরপর ছাত্র ভর্তিসহ সব ধরনের স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু করে।

একই পথে অগ্রসর হয় আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি (আম্বান)। ইউজিসিকে লেখা এক চিঠিতে মন্ত্রণালয়ের বিশ্ববিদ্যালয় শাখা বলেছে, 'অবৈধভাবে পরিচালিত আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির অবৈধ কার্যক্রম বন্ধের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আদিষ্ট হয়ে অনুরোধ করা হলো।' ওই চিঠিতে আরও বলা হয়, 'গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়টির বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির কার্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তারিখবিহীন আবেদন পাওয়া যায়। ওই আবেদনটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিবেচিত হয়নি মর্মে ২০০৭ সালের ৬ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হয়।'

এর আগে ২০০৭ সালের ২৯ এপ্রিল আম্বান বিশ্ববিদ্যালয় হাইকোর্টে রিট আবেদন করে। সনদ বাতিলসংক্রান্ত সরকারের সিদ্ধান্ত আদালত স্থগিত করার পর বিশ্ববিদ্যালয়টি ছাত্র এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

বন্ধ তিন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চলছে আদালতের রায়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভর্তির বিজ্ঞাপন দেয়। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় আদালতের স্থগিতাদেশের বিষয়টি না জেনে ছাত্র ভর্তির বিজ্ঞাপন দেওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করে, আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও শিক্ষা মন্ত্রণালয় ছাত্র ভর্তির বিষয়ে কারণ দর্শাতে বলেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, ইউজিসি চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ট কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ তোলেন।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব রঞ্জিত কুমার সেন বলেন, মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত জবাব দিয়েছে।

যোগাযোগের চেষ্টা করেও আম্বান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, যেহেতু আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, সেহেতু আদালতই এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

জানা যায়, রিট আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে আম্বান বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ভর্তিসহ সব ধরনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি এ আদেশবলে বিশ্ববিদ্যালয়টি রাজশাহী ও খুলনায় আউটার ক্যাম্পাস চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও ওই শাখা দুটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা ইউজিসির অনুমোদিত নয়। এ ছাড়া মন্ত্রণালয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অননুমোদিত সব শাখা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

আদালতের নির্দেশ নিয়ে কুইন্সের যাত্রা: ২০০৬ সালের ২০ নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় কুইন্স ইউনিভার্সিটি স্থাপন ও পরিচালনার সাময়িক সনদ বাতিল করে। ২০০৬ সালের ২০ নভেম্বর মন্ত্রণালয়ের এক চিঠিতে বলা হয়, 'এখন থেকে কুইন্স ইউনিভার্সিটি নামে আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয় রইল না।'

গত ২৪ এপ্রিল এ আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে রিট আবেদন করে কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। চার দিনের মাথায় আদালত সনদ বাতিলসংক্রান্ত আদেশ স্থগিত করেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উপাচার্য নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভায় উপাচার্য পদে নিয়োগ পান অধ্যাপক আবু আকবর খিয়া এবং ১ জুন তিনি যোগ দেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, উপাচার্য হিসেবে ওই নিয়োগ বৈধ নয়। কারণ, তিনজনের নামের তালিকা থেকে একজনকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেবেন আচার্য। তাই ওই নিয়োগ মন্ত্রণালয় বা আচার্য অনুমোদন করবেন না।

একদিকে আদালতের রায় নিয়ে ক্লাস শুরু, শিক্ষক নিয়োগসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম শুরু করেছে কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়, অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ২৩ সেপ্টেম্বর এক চিঠিতে বলেছে, সনদ বাতিলের পর আচার্যের কাছে আপিলের নির্ধারিত সময় পার হলে বিশ্ববিদ্যালয়টির পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি ও আচার্যের কাছে আবেদন করা হয়। তাই ওই আপিল মঞ্জুর হয়নি। এরপর আইনের আশ্রয় নেয় কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারপারসন ড. হামিদা বানু শোভা *প্রথম আলোকে* বলেন, আদালত সরকারের নির্দেশ স্থগিত করায় পরিচালনা পর্ষদ একাডেমিক কার্যক্রম শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অক্টোবর থেকে নতুন সেশন শুরু হবে। এ ছাড়া সমাবর্তন অনুষ্ঠান আয়োজনেরও প্রস্তুতি চলছে। তিনি আরও বলেন, শুরুর দিকে কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সুনাম ও ঐতিহ্য ছিল, তা ফিরিয়ে আনতে সব রকম চেষ্টা করা হবে।

পুণ্ড্র ও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিকল্প পরামর্শ: উত্তরাঞ্চলের একমাত্র বেসরকারি পুণ্ড্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চাইলে নতুন নামে এবং নতুন করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে পারবে। তবে কোনোভাবেই বাতিল বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা যাবে না। গত ২ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক চিঠিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোক্তা হিউম্যান ইমপ্রুভমেন্ট ফাউন্ডেশনকে জানিয়ে দেওয়া হয়, 'বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে আপিল আবেদনটি তামাদি হয়েছে। রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর বাতিল আদেশ বহাল রেখেছেন।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং নারী উদ্যোক্তা হোসনে আরা *প্রথম আলোকে* বলেন, 'শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারি হওয়ার পর নতুনভাবে এবং নতুন নামে আবেদন করতে বলেছে। আমরা প্রকল্প প্রস্তাব তৈরিসহ সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে আবেদন করার অপেক্ষা করছি।' তিনি আরও জানান, বিশ্ববিদ্যালয়টির সাময়িক সনদ বাতিলের পর তাঁরা রাষ্ট্রপতির কাছে আপিল করেন। রাষ্ট্রপতির কার্যালয় থেকে আবেদনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউজিসি এবং আইন মন্ত্রণালয়ে যায়। ইউজিসি ইতিবাচক প্রতিবেদন দিলেও শেষ পর্যায়ে কারণ দেখানো হয়, আপিল আবেদন করতে আট দিন দেরি হয়েছে।

এদিকে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় চালুর আইনগত কোনো সুযোগ নেই বলে জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গত ১ মার্চ শিক্ষা উপদেষ্টার কাছে আবেদনের জবাবে মন্ত্রণালয় এ কথা বলেছে। এতে বলা হয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তা নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় একান্তই আগ্রহী হলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ, ২০০৮ পাস হওয়ার পর নতুন নামে এবং নতুনভাবে প্রকল্প প্রস্তাবসহ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আবেদন করতে পারবে।

জানা যায়, প্রয়াত শিক্ষাবিদ অধ্যাপক এম শামসুল হকের পরিবার ওই বিশ্ববিদ্যালয় ঘিরে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। পারিবারিক সূত্র জানায়, দুই বছর ধরে মরহুমের পরিবার বিশ্ববিদ্যালয়টি চালুর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। তার পরও বিশ্ববিদ্যালয়টি চালুর চেষ্টা চলছে।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়সংশ্লিষ্ট একজন উদ্যোক্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, সরকার বলেছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারি হওয়ার পর নতুনভাবে আবেদন করা যাবে। কিন্তু ওই অধ্যাদেশ এখন হিমাগারে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। তিনি প্রশ্ন রাখেন, 'অধ্যাদেশ না হওয়া পর্যন্ত আবেদন করা যাবে না—এমন দিকনির্দেশনা যৌক্তিক নয়।'

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম হতাশা প্রকাশ করে বলেন, 'এ দেশে ভালো কাজ করা সহজ নয়।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আইনি প্রক্রিয়ায় যাওয়ার অর্থ হচ্ছে বিষয়টির সমাধান হতে সময় লাগবে এবং এ সুযোগ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করেছে। চেয়ারম্যান আরও বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শর্ত পূরণে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানগুলোর সামাজিক বিচার হয়েছে। এখন আইনি বিচারের জন্য অপেক্ষা।'

এ প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, ইউজিসি এবং বিচারকের তদন্তসহ সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক সনদ বাতিল করা হয়েছিল। এখন সেগুলো যদি রিট আবেদন করে চালু করার সুযোগ পায়, তাহলে একজন নাগরিক হিসেবে অবশ্যই উদ্বেগ প্রকাশ করব। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যে কেউ আদালতে যেতে পারেন। কিন্তু ওই পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়টি আর দশটি মামলার মতো সাধারণ বিষয় ছিল না। সে ক্ষেত্রে রিট আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষার্থী ভর্তি ও শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রাখার পক্ষে রায় পাওয়া প্রত্যাশিত ছিল। কারণ, যদি রিট আবেদন নাকচ হয়ে যায়, তখন এসব ছাত্রছাত্রীর কী হবে?

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা জানান, মন্ত্রণালয় সব নিয়মকানুন মেনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সনদ বাতিল করেছিল। এমনকি রাষ্ট্রপতি ও আচার্য এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের আপিল অনুমোদন করেননি। তার পরও তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের আশ্রয় নিয়েছে, মন্ত্রণালয় আইনগতভাবে বিষয়গুলো মোকাবিলা করবে।